আমাদের সময়
সময়ের নারী
৮ মার্চ ২০২৪

তিনি সব সময়ই নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে জোর দিয়েছেন

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
উপাচার্য, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়

● অপর্ণা ঋতু

অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা একজন দূরদর্শী শিক্ষানুরাগী; যিনি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। উপ-উপাচার্য হিসেবে তিনি বিদ্যায়তনিক ব্যতিক্রমী নেতৃত্বের নজির স্থাপন করে তার সহকর্মী এবং শিক্ষার্থীদের নতুন উচ্চতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছেন।

ড. লেখা ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৯৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাতত্ত্বের প্রতি অনুরাগকে অনুসরণ করে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে বি.এড এবং ২০০২ সালে এম.এড সম্পন্ন করেন, যা তাকে পরবর্তী সময়ে আন্তঃশৃঙ্খলাধর্মী জ্ঞান সন্ধানে উৎসাহিত করে। গবেষক হিসেবে তার অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন এবং বর্তমানে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের অধীনে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার। নিবেদিতপ্রাণ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে অনেক স্কুল, কলেজ এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- এম.এ রউফ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, গোপালগঞ্জ, সাবিরা রউফ শারীরিক শিক্ষা কলেজ, গোপালগঞ্জ, সাবিরা রউফ কলেজ, গোপালগঞ্জ, ট্যালেন্ট ক্যাম্পাস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা এবং চেয়ারম্যান, ক্রিস্টাল কনসোর্টিয়াম, ঢাকা। সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে শিক্ষার আলোক শিখা পৌঁছে দিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে একাদশ এনজিওসহ আরও অনেক সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে।

ড. লেখা ২০০৩ সাল থেকে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক, পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় সভাপতি এবং স্কুল অব অ্যাডুকেশনের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি সব সময় নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নরোধী সেলের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি তিনি জাতীয় ভোক্তা অধিকারবিষয়ক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউট ও বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কর্মকমিশনের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বহিরাগত বিশেষজ্ঞ সদস্য এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নেতাজী সুভাস উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বর্ণাঢ্য কর্মজীবন তাকে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের একজন মহীরুহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ড. লেখা প্রশাসনিক কর্মদক্ষতাকে সব সময় বিদ্যাচর্চার সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছেন। গবেষক এবং লেখক হিসেবে তিনি দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সুনাম ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালসমূহে তার প্রকাশিত লেখাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কামাল চৌধুরীর মুক্তি ও স্বাধীনতার কবিতা : স্বদেশ চেতনা (বাংলা একাডেমি পত্রিকা-২০১৩), আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, দক্ষিণবঙ্গীয় লৌকিক ছড়ার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলাদেশ (কথামুখ, সম্পাদক বরুন কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা-২০১৫), রবীন সম্পাদক, কিশোর ভট্টাচার্য, শান্তিনিকেতন, ভারত। এছাড়া তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

ফরিদপুরের উপভাষা : আন্বয়িক গঠন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-২০১৭ (এটি একটি পাঠ্যবই হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), ফরিদপুরের সমাজ-উপভাষা (বাংলা একাডেমি)-২০১৪ বাংলাদেশের কবিতার কবি, আগামী প্রকাশনী। ড. লেখা বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। উচ্চ-শিক্ষা এবং বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে MTC Global Award for Excellence Ges 2017 সালে Asian Human Rights Foundation KZ...©K 'International Women's Day Award অর্জন করেন। এছাড়া ২০১৬ সালে তিনি বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিশেষ সম্মাননা এবং ২০১৫ সালে কবি পরিষদ পদক লাভ করেন।